প্রথম আলো

29 DEC 2012

এত পাসের মধ্যেও ফেল বেশি ইংরেজি ও গণিতে

জেএসসি পরীক্ষার ফল

মোশতাক আহমেদ ●

এ দেশের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি আর গণিতের চিরাচরিত ভয়ের প্রতিফলন ঘটেছে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার ফলাফলে। এ পরীক্ষায় পাসের হার এবং জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা আগের তুলনায় বেশ ভালো। কিন্তু বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ইংরেজি ও গণিতেই শিক্ষার্থীরা তুলনামূলক খারাপ করেছে।

জেএসসি পরীক্ষায় আট বোর্ডে এবার গড় পাসের হার ৮৬ দশমিক ১১ শতাংশ। আর জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৪ হাজার ১৫৮ জন শিক্ষার্থী। তবে শিক্ষা বোর্ডের বিষয়ভিত্তিক ফলাফলে দেখা যায়, ইংরেজি বিষয়ে পাসের হার ঢাকায় ৮৮ দশমিক ৬২ শতাংশ, রাজশাহীতে ৮৬ দশমিক ৬১ শতাংশ, যশোরে ৮৭ দশমিক ৯৪ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৮৯ দশমিক ২৫ শতাংশ ও দিনাজপুর বোর্ডে ৮৮ শতাংশ। অর্থাৎ, বড় এই পাঁচ বোর্ডেই ইংরেজিতে পাসের হার ৯০ ছাড়াতে পারেনি।

এর বিপরীতে বাংলায় ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৯৮ দশমিক ৪৫ শতাংশ, রাজশাহীতে ৯৮ দশমিক ৬৩ শতাংশ, যশোরে ৯৬ দশমিক ৩৩ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৯৫ দশমিক ২৯ শতাংশ এবং দিনাজপুর বোর্ডে ৯৮ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

গণিতেও দুর্বলতার চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রায় সব বোর্ডেই গণিতে পাসের হার ৯০-এর কাছাকাছি। বিপরীতে সাধারণ বিজ্ঞানে পাসের হার ৯৮ থেকে ৯৯ শতাংশ। নতুন বিষয় হিসেবে চালু হওয়া বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক শিক্ষা বিষয়ে পাসের হার ৯৮ থেকে ৯৯ শতাংশ।

শিক্ষা বোর্ডগুলোর কর্মকর্তারা জানান, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, ইংরেজি ও গণিতে এখনো তুলনামূলক খারাপ করছে শিক্ষার্থীরা। যদি এই দুই বিষয়েও বাংলা কিংবা অন্য বিষয়ের মতো পাসের হার হতো, তাহলে মোট পাসের হার হতো ৯৭-৯৮ শতাংশ। তবে তাঁরা বলছেন, আগের তুলনায় এই দুই বিষয়েও শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে ভালো করছে।

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এস এম ওয়াহিদুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, ইংরেজি বিদেশি ভাষা হওয়ার কারণে একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এ বিষয়ে শিক্ষকদেরও সীমাবদ্ধতা আছে। দেখা যাচ্ছে, ইংরেজিতে ভালো শিক্ষক পাওয়া যায় না। এটা পুরো শিক্ষাব্যবস্থার একটি দুর্বলতা।

ফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, প্রাথমিক স্তরে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ যেমন বেশি, পরীক্ষার ফলাফলেও তার প্রতিফলন রয়েছে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা ১২ লাখ ছয় হাজার (৪৬ শতাংশ), মেয়েদের সংখ্যা ১৪ লাখ ৩৫ হাজার (৫৪ শতাংশ)।

আবার উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা ১০ লাখ ৯৮ হাজার, মেয়েদের সংখ্যা ১৩ লাখ ১৭ হাজার। তবে ছেলেদের পাসের হার মেয়েদের তুলনায় সামান্য বেশি, দশমিক ৩৪ শতাংশ। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যায় এগিয়ে মেয়েরা, এক লাখ ৬৫ হাজার ৬৬ জন। অন্যদিকে এক লাখ ৪৫ হাজার ২৮৬ জন ছেলে জিপিএ-৫ পেয়েছে।

ছাত্রীদের ফল অন্যান্য বছর ভালো হলেও এবার তা অনেক ভালো। আর এ জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুশি হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার ফলাফল হস্তান্তরের সময় প্রধানমন্ত্রী হাসিমুখে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ফাহিমা খাতুনকে বলেন, মেয়েদের এমন সাফল্য টিকে থাকলে সব বোর্ডেই চেয়ারম্যান পদে নারীদের দায়িত্ব দিতে হবে।